৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3 0 JAN 1997
পৃঃ ২ কলাম ৮

সিপিবি'র কর্মশালা

জাতীয় আয়ের ৭ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দাবি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দিনের মত 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে চালু মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবই, পরীক্ষাপদ্ধতি, মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব এবং শিক্ষা প্রশাসন। বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা করেন ডঃ আবদুল্লাহ আল্ মুতী শরফুদ্দীন, অধ্যক্ষ সুফি মোতাহার হোসেন, ডঃ আলী আসগর, অধ্যাপক আশরাফুজ্জামান সেলিম, দ্বিজেন শর্মা, ডঃ এম, এম আকাশ, ডঃ গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, জাহিদ হাসান চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নেত্রী হেনা দাস।

ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন তার বক্তব্যে জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ৭ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি জানান। তিনি বলেন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনও সুপারিশ করেছিল, অথচ বর্তমানে শতকরা ২ ভাগ মাত্র শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত ২০ বছরে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু তদারকির কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তিনি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার আহ্বান জানান। ডঃ আলী আসগর উচ্চ শিক্ষার স্তরকে সীমিত ও ব্যয়বহুল করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষায় সরকারকে অধিক মনোযোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। ডঃ এমএম আকাশ শিক্ষার বৈষম্য প্রসঙ্গে বলেন, সমাজের বিষম অবস্থা দূর না করে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করা যাবে না। ডাকসু'র সাবেক ভিপি মাহফুজা খানম আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠক্রম তৈরির সময় আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে গণমুখী ও জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ পাঠ্যসূচি প্রণয়নের আহ্বান জানান। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।